# KRISHI GOBESHONA FOUNDATION

A non-profit foundation for sustainable support to agricultural research & development
Eastablished 2007 (Company Act.Reg.No.C-684(05)07


কেজিএফ বিকেজিইটি-২৬/সেমিনার (কার্যবিবরণী)/২০২১/১৮৪ তারিখঃ ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী বিতরণ প্রসঙ্গে।**

গত ০৭/০৩/২০২১ তারিখে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানগণ, দেশের বিভিন্ন NARS ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকগণ, কেজিএফ এর পরিচালনা পরিষদ (BoDs), কেজিএফ এর Technical Advisory Committee (TAC) এবং বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সকলের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এর জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

সভায় আপনার মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ।

(ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস)
নির্বাহী পরিচালক, কেজিএফ।


**Office Address**: AIC Building (3rd Floor), BARC Campus, Farmgate, Dhaka-1215
Telephone: 880-2-9111041, Fax: 880-2-81538725, Website:www.kgf.org.bd, Email:kgf-bd@live.com

# "কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি
# এবং
# ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

গত ৭ মার্চ ২০২১ তারিখ (রোজ রবিবার) সকাল ১১ঃ০০ ঘটিকায় বিএআরসির অডিটোরিয়ামে স্বল্প-পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে "কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি প্রধান অতিথি এবং বিকেজিইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভা সভায়াপতিত্ব করেন কেজিএফ এর চেয়ারম্যান এবং BARC এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

কেজিএফ বোর্ড ও Techincal Advisory Committee (TAC) এর সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে অংশগ্রহণকারী হিসাবে কেজিএফ এর সাবেক পরিচালক (Research) ড. এন. আই ভূঁইয়া এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনকারী হিসাবে সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর । এছাড়াও অন-লাইনে উপস্থিত ছিলেন কেজিএফ এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এম. এ সাত্তার মন্ডল । সকল স্পেশালিস্ট ও কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন (সংযুক্তি-১)।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই কেজিএফ এর প্রোগ্রাম স্পেসালিস্ট (হর্টিকালচার) ড. শাহাবুদ্দীন আহমদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।অতঃপর কেজিএফ এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর কেজিএফ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, শুরু থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে কেজিএফ এর অবদান তুলে ধরেন।

এরপর কেজিএফ এ নিয়োজিত নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস কেজিএফ এ তাঁর যোগদানের পর থেকে কেজিএফ এর অগ্রগতি, এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি কেজিএফ এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি এবং ২০২১-২২ এর বাজেট উপস্থাপন করেন।

উন্মুক্ত আলোচনা:

এরপর উন্মুক্ত আলোচনা আহবান করা হলে শুরুতেই সভার প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর কৃষি মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,** এমপি, তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যেও সারমর্ম এখানে দেয়া হলো-

- সীমিত পরিমাণ চাল আমদানি করে বাজার এ সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করছে সরকার। পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারি তাগিদ থাকা সত্ত্বেও চালের দাম এই বছর বেশি থাকায়

অনেক ভুট্টার জমি ধানচাষের অধীনে চলে গেছে। এই কারণে ভুট্টার চাষ এবছর কমে গেছে এবং ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটছে।

- কৃষি গবেষণা একসময় বিদেশি দাতা ফাণ্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল। কেজিএফ সৃষ্টি হওয়ায় এখন বিদেশি দাতা ফাণ্ডের উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ (NARS) সহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের গবেষণা কাজে কেজিএফ এর ফাণ্ডের সুবিধা পাচ্ছে। কিছু বেসরকারি বাইরে নয়। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে সরকারের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক কেজিএফ কিছু কিছু করে ফাণ্ড সরবরাহ করছে।
- তবে কেজিএফ গত ১৪ বছর (১ম পাঁচ বছর বিশ্বব্যাংক ও পরের নয় বছর বিকেজিইটি) ধরে বহুমাত্রিক গবেষণায় ফাণ্ড দিয়ে থাকলেও কৃষকের জন্যে কতটা ফলপ্রসু প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে তা তিনি এই প্রেজেন্টেশনগুলো থেকে পরিষ্কার নয়।
- কেজিএফ এই মুহূর্তে কতজন টেকনিক্যাল জনবল নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করতে কেজিএফ এর পদক্ষেপসমূহ কি কি সে বিষয়ে তিনি জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কেজিএফকে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন এবং কৃষি গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এর সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের তাগিদ দেন।
- প্রকল্প এর প্রধান গবেষক (Principal Investigator) দের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। কেজিএফ থেকে উদ্ভাবিত কৃষকের লাভজনক প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ এর বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কেজিএফ প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বীজ আদৌ কৃষককে দেয়ার উপযুক্ত কিনা এবং এর জন্য উপযোগী উঁচু জমি পর্যাপ্ত আছে কিনা এসকল বিষয় কেজিএফ বিবেচনায় এনে এগিয়ে যাবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন।
- কেজিএফ এর পরিচালনা পরিষদ (BoDs), কেজিএফ জেনারেল বডি (GB), (TAC) কে আরও ফলপ্রসু প্রযুক্তি নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করার জন্যে উৎসাহ দেন। তিনি শাইখ সিরাজ এর করা কিছু উল্লেখযোগ্য টিভি প্রোগ্রাম এর আলোকে জনাব আকবর নামে একজনের মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা এবং Bangladesh fisheries research institute(BFRI) এর ড. মজিদ এর মৎস্যক্ষেত্রে ভূমিকাসহ বায়োফ্লক্স এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি শ্রীপুরে টিউলিপ চাষ, বিদেশি এম-২ নামক কলার জাতসহ প্রাইভেট সেক্টরের বিদেশি বিভিন্ন জাত নিয়ে কাজ করে সুনাম সৃষ্টির উল্লেখ করেন।
- মাননীয় মন্ত্রী কৃষি বিষয় নিয়ে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে তাদেরকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানোর জন্যে ফলপ্রসু উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদানসহ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি করার আহবান জানান।
- এদেশে জারবেরা ফুল, সুন্দরী/কাশ্মিরী কুল জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু দেশিয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত সুস্বাদু আপেল কুল কেন জনপ্রিয় করা গেল না তা গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

- দেশে বিদেশে ফাণ্ড /বৃত্তির অর্থে যারা উচ্চতর ডিগ্রি তথা PhD/MS করে এবং সরকারি টাকায় বিদেশ ভ্রমণ করে তাদেরকে সুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন সময়মতো দিচ্ছে কিনা এসব যাচাই করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী জোর দেন। তিনি উন্নত বিশ্বে শিক্ষাসফর শেষে দেশের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।
- পলিহাউজ, সোলার প্যানেল ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এর বিষয়েও জোর দেন।
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ফাণ্ডের সুষ্ঠ ব্যবহার করে বাদাম, ভুট্টা, কাজু বাদাম, ছোলার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যে গবেষণা করতে হবে।

সর্বেপরি কেজিএফ এর অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করতে গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে কৃষি মন্ত্রণালয় সর্বদা কেজিএফ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মাননীয় মন্ত্রী কেজিএফকে ভবিষ্যতে ফলপ্রসু কৃষি (শষ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎসসম্পদ ইত্যাদি) নীতি, মার্কেটিং, ফসল সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত/গৃহীত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আরও যত্নশীল হওয়ার আহবার জানান ।

উন্মুক্ত আলোচনায় কেজিএফ বোর্ড এর সদস্য এবং এসিআই এ্যাগ্রোবিজনেস লিঃ এর এমডি ও সিইও **ড. এফ এইচ আনসারী** কেজিএফ এর সাথে ২০১৮ সালে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায় কেজিএফ এর নীতিমালায় বেশ কিছু সমস্যা ছিল। সেগুলোবর্তমান কেজিএফ বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বর্তমান নির্বাহী পরিচালক এর উদ্যোগে সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেএকটি দক্ষ কমিটি কর্তৃক জনবল নীতিমালা ২০২০ তৈরি করে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কেজিএফ এর এই জনবল নীতিমালা ২০২০ কেজিএফকে অনেক শক্তিশালী এবং গতিশীল হতে সহায়তা করবে বলে তিনি মনে করেন । এভাবে কেজিএফ কৃষিক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যা সমাধানে ত্বরিৎ উদ্যোগ নিয়ে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অবদান রাখতে পারবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সম্প্রসারণকে কৃষি গবেষণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত রেখে কেজিএফ নতুন মাত্রায় কাজ করা শুরু করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অনেক প্রযুক্তি দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে যা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ কেজিএফ এর মাধ্যমে নেয়া যেতে পারে। কেজিএফ বোর্ড অনেক শক্তিশালী, একতাবদ্ধভাবে সমাজের জন্য কাজ করার মানসিকতা নিয়ে প্রকল্পসমূহ দেয়ার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করে বোর্ড অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ভাল বিজ্ঞানী, উদ্যোমীদের খুঁজে নিয়ে তাদের দিয়ে কেজিএফ কাজ করানো শুরু করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাহচর্য পেয়ে কেজিএফ আরও বেশি গতিশীল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

**ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক**, প্রাক্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং নবগঠিত TAC এর কো-চেয়ার কেজিএফ এর ১ম ছয় বছরের এনএটিপি (NATP) ফেজ-১ এর যাত্রাপথের কথা উল্লেখ করেন। বিএআরসি এবং কেজিএফ এর উদ্দেশ্য এক নয় বিবেচনায় এনেই কেজিএফ এর সৃষ্টি হয়। কেজিএফ এর কোনো কাজ যেন BARC-NATP এর পুনরাবৃত্তি না হয় সেই নজরদারি থাকা দরকার। তিনি কেজিএফ এর নতুন জনবল কাঠামোর উল্লেখ করে বলেন যে, সীমিত ও দক্ষ জনবল দিয়েই কেজিএফ চালাতে হবে। আরও উল্লেখ করেন যে, এমন একটি ফাণ্ড থাকতে হবে যা দিয়ে যেকোনো সময় প্রয়োজন মাফিক বিশেষজ্ঞ পুলের দ্বারা কাজ করানো সম্ভব হবে। যেহেতু এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় তাই সীমিত জনবল

ব্যবহারে কাজ বেশি হতে হবে। সরকারি প্রয়োজনে কেজিএফ অনেক পলিসি সংশ্লিষ্ট গবেষণা করছে যা দিয়ে পলিসি পেপার এবং পলিসি ব্রিফ তৈরির পরামর্শ দেন। জাত ভালো হলেই উৎপাদন বাড়ে না, তাই কৃষকের ঝুঁকি নেই এমন প্রযুক্তি মাঠে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন তিনি।

উন্মুক্ত আলোচনার এই পর্যায়ে **চেয়ারম্যান** মহোদয় কেজিএফকে গতিশীল করতে কেজিএফ এর নবগঠিত TAC সম্পর্কে সভাকে অবগত করেন। সেই সাথে উল্লেখ করেন যে, কেজিএফ তার ফাণ্ডের পর্যাপ্ততা বিবেচনায় এনে কম বাজেটের অধিক সংখ্যক প্রকল্প অর্থায়ন করবে এবং থোক বরাদ্দ দিয়ে সমসাময়িক উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবে। এভাবে বেশি প্রকল্প হাতে না নিয়ে উল্লেখ করার মতো উদ্যোগ হাতে নিয়ে কেজিএফ এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

**অধ্যাপক ড. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া,** উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেজিএফ জেনারেল বডির সদস্য ও পূর্বের TAC এর সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জোর দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উৎকণ্ঠায় সাড়া দিয়ে তিনি বলেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হবার পর থেকেই ৪ বছর ধরে ক্লাশে বসে বিসিএস এর জন্যে পড়তে থাকে তাই কৃষি বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি থেকে যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প যাচাই-বাছাই করণে দ্রুত এবং ঘন ঘন TAC মিটিং হলে অল্প সময়ে প্রক্রিয়া শেষ করে প্রকল্প দেয়া সম্ভব হবে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বেশি বাজেটের প্রকল্প দিলেই ভাল গবেষণা-ভাল প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। যাচাই-বাছাই কালে সংশ্লিষ্ট গবেষকের বিষয়টিতে কাজ করার দক্ষতা-অভিজ্ঞতা, Methodology বুঝার ক্ষমতা, প্রযুক্তিগুলোকে কৃষকের উপযোগী করায় সফলতা বিষয়ে পারদর্শিতা মূল্যায়ন করে প্রকল্প দিতে হবে। Nano/moleclular level এর গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান একসাথে হয়ে কো-অর্ডিনেটেড প্রকল্প আকারে কাজ করলে ভালো হবে বলে তিনি মনে করেন।

**ড. মোঃ আবদুল মুঈদ,** প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং নবগঠিত TAC এর সদস্য, সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন। তিনি সম্প্রসারণ এর সাথে গবেষণার সমন্বয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে আরও জোর দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন । কেজিএফ এর প্রযুক্তিসমূহ ফ্যাক্টসিট এবং লিফলেট আকারে প্রচারের যে প্রচলন রয়েছে তা আরও ফলপ্রসু করার উদ্যোগ নেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন ।

**ড. এম এ মজিদ,** প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং নবগঠিত TAC এর সদস্য, কৃষি গবেষণায় ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে কেজিএফসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । তিনি বলেন যে, কৃষিতে কেজিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। প্রত্যেক কাজেরই সফলতা থাকলে ব্যর্থতাও থাকবে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন। তিনি BANGLADESH Academy of Agriculture (BAAG) এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কেজিএফকে আরও দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার জন্যে BAAG কে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি BARC এবং কেজিএফ এর কে সমন্বিত কাজের প্রচেষ্টারকে প্রশংসা করেন।

**ড. মো. মাহবুবুর রহমান**, প্রাক্তন উপাচার্য, বশেমুরকৃবি এবং নবগঠিত TAC এর সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়ার জন্যে সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানীগণ Publication এর দিকে অধিক মনযোগী হওয়ায় প্রকৃত গবেষণার মান কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষকবান্ধব প্রযুক্তি কম তৈরি হচ্ছে । তবে কেজিএফ নিয়ে তিনি আশাবাদী ।

**ড. মো. কামরুল হাসান**, অধ্যাপক, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাকৃবি, এবং নবগঠিত TAC এর সদস্য, সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনাসমূহ অনুসারে কাজ করার আশ্বাস দেন। কেজিএফ এর ২০১১ সালে BARC এর নেতৃত্বে তৈরিকৃত Research Priorities বইটি তিনি নতুন আদলে সাজানোর জন্যে সুপারিশ করেন। তিনিও সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন যে, কম বাজেটের অধিক সংখ্যক প্রকল্প দিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে ভাল গবেষণা-ভাল প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ করতে কেজিএফকে শক্তিশালী করা উচিৎ। ফলনোত্তর প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা বাড়ানোর বিষয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।

নবগঠিত TAC এর নুতন চেয়ারম্যান **ড. মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া**, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সময়োপযোগী ভালো প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির উপযুক্ত করতে বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকল্প প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে শুধুমাত্র মানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনাকে বিবেচনা করতে হবে।

**মাননীয় কৃষিমন্ত্রী** এসময় আবারো সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু দিক-নির্দেশনা দেন। অধিক সংখ্যক Basic Research যেহেতু করা সম্ভব হচ্ছেনা তাই মাশরুম চাষ, কাজু বাদামের ফলনোত্তর প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিকীকরণের দিকে গবেষণা জোর দেয়ার জন্যে কেজিএফসহ Food Technology Division, BARI কে উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন।

**জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম**, সিনিয়র সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার মাস, ৭ই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করে দেশটাকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ করতে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এই লক্ষ্যে উন্নত জাত ফলানোর বহুমুখী প্রযুক্তি, লাভজনক কৃষি, বাণিজ্যিক কৃষি, এসবের কোনো বিকল্প নাই বলে উল্লেখ করেন। আরও বলেন যে কৃষি বাজার, মূল্য সংযোজন, জাত সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাজারনীতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কেজিএফ কৃষিক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে এবং কার্যকর আরও ভুমিকা রাখা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, টেকসই উন্নয়ন এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে, ভিয়েতনামসহ যেসকল দেশের উন্নয়নের উদাহরণ মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন সেগুলো অনুসরণ করে কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে তিনি তাগিদ দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কেজিএফ নিষ্ঠার সাথে কাজ করার চেষ্টা করছে সেইসাথে অর্থের যথেষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি মত দেন । কৃষকের প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে যত্নবান হতে সুপারিশ করেন। এভাবে এগিয়ে গেলে কেজিএফ একটি গতিশীল এবং দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানে রূপ নেবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন ।

সমাপ্তি পর্বে সভার সভাপতি **ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার**, চেয়ারম্যান, Thematic Area এবং Researchable Issues আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের পরামর্শ সভা আয়োজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সভাপতি গতিশীল এবং দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেজিএফকে গড়ে তুলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কেজিএফ কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা এবং কেজিএফ এর সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত থাকবার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখঃ মার্চ ১৪,২০২১

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
কেজিএফ